তারিখ ... 26 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৪ .....

প্রথম আলো

ইসলাম ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দায়ী

সহজিয়া কড়চা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

গুলশান হামলায় নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাঙালির জীবনে হঠাৎ-হঠাৎ এমন এক একটি জিনিস উদয় হয়, তা নিয়ে শুরু হয়ে যায় কথা বলার তোড়, যার ধাক্কা সামলানো জনগণের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। 'জঙ্গি' শব্দটি সেক্যুলার প্রগতিবাদী বাঙালির খুবই উচ্চারিত শব্দ। জঙ্গিত্ব তাঁরা অপছন্দ করেন, কিন্তু জঙ্গিবাদ শব্দটি উচ্চারণ করতে তাঁদের ক্লান্তি নেই। যে কারণে বাংলার দুগ্ধপোষ্য শিশুরও এখন জঙ্গি শব্দটি অতিপরিচিত। তারা মনে করে জঙ্গি একধরনের প্রাণী, যা বাংলার মাটিতে ঢুকে গেছে। সেই প্রাণীর ভালুকের মতো থাবায় বড় বড় নখ ও বিষাক্ত ধারালো দাঁত। কিছুদিন যাবৎ জঙ্গিবাদ নিয়ে অব্যাহত কথা বলায় দেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বী প্রতিটি পরিবারের শিশুরা তাদের মাকে জিজ্ঞেস করে—মা, জঙ্গি কী? আমি কি জঙ্গি? মা বলেন, দূর পাগল ছেলে, তুমি জঙ্গি হবে কেন? তুমি আমার লক্ষ্মী ছেলে।

তিন সপ্তাহ যাবৎ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে রাজপথে, মসজিদে, সেমিনার কক্ষে এবং অন্যান্য ফোরামে অব্যাহত প্রচারণা চলছে। জঙ্গিবাদের দিকে না ঝুঁকতে জনগণকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। নদীর পানি মানুষের জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজন। কিন্তু সেই পানিই যখন তার দুকূল ছাপিয়ে লোকালয়ে গিয়ে প্লাবিত করে, তখন জীবন বিপর্যস্ত হয়। ওই পানি প্রয়োজনে লাগে না। উপদেশও যখন বক্তৃতামঞ্চের বাইরে গ্রাম-গ্রামান্তর হাটবাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সয়লাব করে, তখন তা মানুষের কানের পাশ দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। কানের কুহর দিয়ে মর্মে পৌঁছে না।

জঙ্গিবাদের সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নাম উচ্চারিত হওয়ায় ইবতেদায়ি মাদ্রাসার তালেব-ইলেম, ইংলিশ মিডিয়াম ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের স্টুডেন্টস, সাধারণ স্কুলের ছাত্র এবং সরকারি-বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী—সবার মধ্যেই এক অভূতপূর্ব আতঙ্ক ও ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। আমার পরিচিত দুটি হিন্দু ছেলে বছর খানেক যাবৎ দাড়ি রেখেছিল, স্টাইলের দাড়ি, গত হপ্তায় তারা তা চেঁছে ফেলেছে।

জঙ্গিবাদ হলো পৈশাচিকতা। বর্তমানে উগ্রপন্থী কিছু আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনের প্রভাবে কিছু তরুণ সেই পৈশাচিকতার পথে পা দিয়েছে। তারা সবাই না হলেও অনেকে মানসিকভাবে অসুস্থ। তারা অস্ত্র দিয়ে মানুষ খুন করে আদিম পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে। এ ধরনের বর্বরতার ঘটনা কিছুকাল যাবৎ ঘটছে আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি পশ্চিমের উন্নত দেশে। সে রকম অন্তত একটি মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটল পয়লা জুলাই গুলশানের এক রেস্তোরাঁয়। যদিও বছর দুই যাবৎ কিছু নৃশংস গুপ্তহত্যার ঘটনা ঘটেছে, যাকে বলা হয় টার্গেট কিলিং বা নিশানা করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাউকে হত্যা করা। সম্প্রতি কয়েকজন হিন্দু নিরপরাধ পুরোহিত-সেবায়েতকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

যখনই যা ঘটছে সঙ্গে সঙ্গে আইএসের দায় স্বীকার করা বার্তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বাড়ির সীমানার আমগাছ নিয়ে বিবাদে কেউ কাউকে খুন করলেও তার দায়দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার জন্য মুসলিম জাহানের খলিফা আল-বাগদাদি বসে আছেন তাঁর অজ্ঞাত আস্তানায়। তাঁর সংগঠনের দায় স্বীকার যে অমূলক নয় তা সমর্থন করার মতো মানুষ আমেরিকার নীতিনির্ধারকদের মধ্যে প্রচুর। একই সঙ্গে আমাদের নীতিনির্ধারক ও নেতারা বলছেন, আইএসের লেশমাত্র চিহ্ন বাংলার মাটিতে নেই। তাঁদের কথাই-বা ফেলে দিই কী করে? আইএসের সাইনবোর্ড লাগানো কোনো সাজানো-গোছানো অফিস নয়াপল্টন, গুলিস্তান, মতিঝিল, ধানমন্ডি, বনানী, গুলশান বা বারিধারায় আমরা দেখিনি। আইএসের যখন কোনো রেজিস্টার্ড অফিস ঢাকায় নেই, তখন ওই জিনিস বাংলাদেশে থাকতেই পারে না।

আমাদের অত্যন্ত দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ পলিটিক্যাল পার্টি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গুলশান ট্র্যাজেডির পর সোজা বলে দিল দেশে গণতন্ত্র নেই, সে জন্যই এসব ঘটছে এবং এসব যাতে আর না ঘটে তার জন্য প্রয়োজন 'ঐক্য'। সে ঐক্যও যার-তার সঙ্গে নয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (হো চি মিন) বা বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (কিম ইল সুঙ) কিংবা রেভল্যুশনারি কলাম লেখক দলের সঙ্গে নয়। খোদ ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে চান তাঁরা ঐক্য। সে কথা শোনামাত্র সরকারি দলের নেতারা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। তাঁরা খালেদা জিয়ার উদ্দেশে বললেন, আমাদের সঙ্গে ঐক্য করার আকাশকুসুম চিন্তা বাদ দিন। ঐক্য আমাদের হয়ে গেছে ষোলো আনা জনগণের সঙ্গেই।

তবে ঐক্য যে একটা হয়ে গেছে পাকাপাকিভাবে তা বোঝা গেল যখন দেখলাম সরকারি দলের নেতা, শোলাকিয়ার ইমাম, তরীকত মারফত প্রভৃতি ফেডারেশনের নেতা, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা, নিরাপত্তা বিশ্লেষক, লেখক, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ প্রভৃতি সরকারি বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করে প্রেস কনফারেন্স, গোলটেবিল বা মানববন্ধন করে বক্তব্য দিচ্ছেন। নির্ধারিত টক শোজীবীদের কথাও হুবহু এক। সুতরাং অনৈক্যের লেশমাত্র নেই। গত দুই সপ্তাহে ৬৫টির মতো অনুষ্ঠানে সবার মুখে একই কথা—ব্যানার ভিন্ন ভিন্ন। কোনো গুরুতর বিষয়, যা বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে, সে সম্পর্কে সব মনীষী যদি একই কথা বলেন তাহলে বুঝতে হবে তাঁরা চিন্তাশীল মানুষ নন, তাঁরা কারও পাবলিসিটি অফিসারের দায়িত্ব পালন করছেন মাত্র।

বিশ্বব্যাপী রক্তস্রোত বইছে। আমেরিকায় প্রকাশ্যে খুনখারাবি হচ্ছে দিনের প্রতি প্রহরে। সাম্প্রতিক সময়ে খুব বড় হত্যাকাণ্ড ঘটেছে কয়েকটি। এই জুলাইতেই ফ্রান্সের নিস নগরীতে যে কায়দায় গণহত্যা ঘটল, তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। আমি এই লেখাটি যখন শুরু করছিলাম তখনই টিভির পর্দায় লেখা দেখলাম কাবুলে জঙ্গি বোমা হামলায় ৮০ জন নিহত এবং প্রায় আড়াই শ আহত হয়েছেন। একই সময় জার্মানির মিউনিখের এক শপিং সেন্টারে ১৮ বছর বয়সী এক তরুণ ১০ জনকে হত্যা ও জনা বিশেক মানুষকে আহত করে আত্মহত্যা করেছেন। সব ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ আক্রান্ত, সরকারি দলের কেউ নন।

আমাদের দেশের সন্ত্রাসী ঘটনাগুলোতেও দেখা গেছে সাধারণ মানুষকেই জীবন দিতে হচ্ছে। রান্নাঘরে বসে প্রাণ দিয়েছেন এক নারী। সব পেশাজীবীর মধ্যেই ভালো-মন্দ মানুষ আছেন। পুলিশের দুর্নীতি ও সীমালঙ্ঘন নিয়েও নানা কথা হয়। কিন্তু জঙ্গি ঘটনাগুলোতে দেখা যায় বহু পুলিশ সদস্য কর্তব্য পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। আজ সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার মানুষের অভাব নেই।

শনিবার প্রেসক্লাবে এক মতবিনিময় সভায় সরকারের একজন পরম শুভাকাঙ্ক্ষী জঙ্গি নির্মূল করে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে 'শুদ্ধি অভিযান' চালানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'দেশের স্বার্থে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে হাজার হাজার সদস্যকে বের করে দিতে হবে। দরকার হলে পেনশনের ব্যবস্থা করে খেয়ে-পরে বাঁচার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।' *[বণিক বার্তা]* সরকারের লোকদের প্রয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে সরকারের ভেতরের কোনো দেশপ্রেমিক যখন কোনো বক্তব্য দেন তাতে সরকারের মনের কথারই প্রকাশ ঘটে। পুলিশ, গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনী থেকে সরকারপন্থী না হওয়ার অভিযোগে 'হাজার হাজার' সদস্যকে ছাঁটাই করা হলে দেশে জঙ্গিবাদ বিকশিত হওয়ার পথ অতি প্রশস্ত হবে। টেলিভিশনে এই ঘোষণা শোনার পর পুলিশ, গোয়েন্দা প্রভৃতি বাহিনীর সদস্যদের পরিবারে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে, সে আতঙ্ক জঙ্গি আতঙ্কের চেয়ে বেশি। চাকরি থেকে অসম্মানজনকভাবে বরখাস্ত করে তাদের বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে 'খেয়ে-পরে বেঁচে' থাকার জন্য কিছু রেশন বা পেনশন দিলেই তারা খুশিতে ডগমগ হবে—এই ধারণা যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের সঙ্গে আমি সভয়ে দ্বিমত পোষণ করি।

নিতান্ত ব্যতিক্রম ছাড়া যাঁরা সরকারি চাকরি করেন, তাঁরা সবাই সরকারের অনুগত হয়েই করেন, মঙ্গলের জন্যই কাজ করেন। ত অন্যায়। সরকারি প্লট পেতে, প্র অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার, তাঁর বাপ-দাদা অতি পাকা রাজাব জাতি গঠিত হয় না।

দেশে যেকোনো নাশকত মুসলমানের দিকে আঙুল তাক স্যান্ডার্স ব্রেইভিক যখন উটো যুবক্যাম্পে বন্দুক থেকে গুলি ছু বলল সে নাৎসিবাদে বিশ্বাসী। হলো না, যদিও যুবকটি খ্রিষ্টান মে ভালোবেসে সে মানুষ মেরেছে হলো ২১ বছরের। বাংলাদেশে

জঙ্গির কোনো স্থির পরিচয় ইলেম, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হতে পারে মেডিকেল, ইঞ্জিনি সাহিত্যের ছাত্র। জঙ্গি প্রশ্নে হ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃ শিক্ষাব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে পড়া রাজনীতির চর্চা হচ্ছে সন্দেহ জন্ম দিচ্ছে। থাকতে পারে ছদ্মবেশী জঙ্গি। অহেতুক জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছাত্ররা

জঙ্গিবাদ কি শুধু ইসল নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ইসলামপন্থীও নন। নানা কার ও শাসকশ্রেণির মানুষেরা সীমাহীন বিত্তের অধিকারী হ ও কাবিখার গম এমপিদের উগ্রবাদের জন্ম হতে পারে। নেতাদের পোষ্যদের প্রাসাদ নিতে পারে। বিচার না পে তখন মানুষের মাথা খারা মানুষের মধ্যে পাঁচ-দশজনে

দেশের সুবুদ্ধিসম্পন্ন ম এবং সরকারও ভালো থ সরকারের ক্ষতি হোক ত সরকারের নীতিনির্ধারকদে

● সৈয়দ আবুল মকসুদ: মুক্তিযুদ্ধের পর আটকে

সংক্ষে

দুর্ঘটনায়

শ্যামপুরে গত
সড়ক দুর্ঘটনায়
(৩৫) নামের
গেছেন। শ্যাম
সামনে তিনি
ধাক্কায় গুরুতর
ঢাকা মেডিকে
নিহত ফারুকে
আলম বলেন,
কুড়িগ্রামের কৃ
নারায়ণগঞ্জের
শ্যামপুর দিয়ে
চালিয়ে যাওয়ার
শিকার হন। অ
পথচারীরা তাঁকে
কলেজ হাসপাত
পরে চিকিৎসাধী
সাড়ে ১২টার দি
● নিজস্ব প্রতিবে

গণ-আন্দে

জঙ্গিরা মানুষকে
ভীতসন্ত্রস্ত করে
গড়ে তুলতে চায়
পরিস্থিতি সৃষ্টি ক
প্রতিক্রিয়াশীল শ
চক্রান্ত বাস্তবায়ন
উঠেপড়ে লেগেছে
কোনোভাবেই মে
গতকাল সোমবার
খুন, ধর্ষণ ও জঙ্গি
আন্দোলনের এক
এসব কথা বলেন
বিশ্ববিদ্যালয়ের অ
আকাশের সভাপতি
সম্মেলনে লিখিত
সংগঠনটির সমন্বয়
এ সময় কেন্দ্রীয়
সাঈদ, শামসুজ্জাম
উপস্থিত ছিলেন।
● বিজ্ঞপ্তি

'মাদক ব্যবস

মোহাম্মদপুরে জেলে
নয়জন সন্দেহভাজ
ব্যবসায়ীকে আটক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ
গতকাল সোমবার
অধিদপ্তরের ঢাকা
অভিযান পরিচালনা
অভিযানের সময় এ
বড়ি এবং মাদক বহ
মোটরসাইকেল আট
জেনেভা ক্যাম্পে মা
অধিদপ্তরের এটাই
আটক ব্যক্তিদের বি
মাদকের বেচাকেনা হ
আইনে মামলা হয়েছে
নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
(অপারেশন) তৌফি
বলেন, এই ক্যাম্পে
এটাই প্রথম অভিযান
সংবাদের ভিত্তিতে এ
চালানো হয়। অভিযা
ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত
করা হয়েছে। এদের
আরও তথ্য পাওয়া